30 MAY 2008

বাংলাদেশের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত ও বাস্তবতা

মো. সাইফুল ইসলাম

বাংলাদেশের সংবিধান সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে একটি মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ নীতিতে জনভিত্তিক একই প্রকারের বিনা বেতনে বাধ্যতামূলক বৈষম্যহীন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হলেও প্রাথমিক শিক্ষা বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত। বর্তমানে সরকার স্বীকৃত বাংলাদেশ ১০ ধরনের পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০০৬ সালের ব্যানবেইসের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধারায় প্রচলিত প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮০ হাজার ৩৯৫টি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ৬১ ভাগ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাকি ৪৯ ভাগ বিভিন্ন ধারা প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন রয়েছে।

বিভিন্ন ধারায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের ১০ ধরনের পূর্ণাঙ্গ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে ১. সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগ, গৃহনির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষকদের বেতনভাতা সরকার বহন করে থাকে। ২: রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধানত স্থানীয় ব্যক্তি উদ্যোগ ও জনগণের সহায়তায় গড়ে ওঠে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। রেজিস্ট্রেশন পেলে শিক্ষকবৃন্দ সরকারি অনুদান পেয়ে থাকেন। ৩. নন রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত থাকে। ৪. কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুর্গম ও বিদ্যালয়হীন এলাকায় স্থানীয় উদ্যোগে এসব বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এসব বিদ্যালয় স্থানীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ৫. উচ্চ বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দায়িত্বে এসব বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই বিতরণ ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ৬. স্বতন্ত্র এবতেদায়ি মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ওপর ন্যস্ত। শিক্ষকদের কোন ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই। ৭. উচ্চ মাদ্রাসা-সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনার বিষয় জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা এবং সব শিশুর জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো– প্রত্যেক শিশুর জন্মগত নাগরিক অধিকার হিসেবে তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, দেশের নাগরিকদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সবাইকে শিক্ষার সুযোগ প্রদান করা, নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিক সহমর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলে সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা কায়েম করা, প্রত্যেক শিশুর আত্মচেতনা ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি এবং সামাজিক চেতনাবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক উৎকর্ষ সাধন করা। সংবিধানে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা উল্লেখ্য থাকলেও আবার সরকার স্বীকৃত বিভিন্ন ধারায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা, নিয়োগ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, স্কুলের ভৌত অবকাঠামো, পাঠ্যক্রম, বেতন কাঠামোর বিভিন্ন রকম থাকায় বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এখনও অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

একীভূত প্রাথমিক শিক্ষা ও পিআরএসপি বাস্তবতা

দারিদ্র্য হ্রাসের জাতীয় কৌশল (পিআরএসপি) পত্রে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানকে ভবিষ্যতের সরকারি হস্তক্ষেপে বা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষা যাতে দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। পিআরএসপির নীতি ১৩ তে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত যেসব-কৌশলগত লক্ষ্য উল্লেখ করা হয়েছে- সব শিশুর জন্য একীভূত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি, প্রাথমিক শিক্ষার অভিগম্যতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সমতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত সর্বোপরি প্রাথমিক স্তরে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। বাস্তবে শিশুর জন্য একীভূত ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য প্রাথমিক সুযোগ না থাকার কারণে দেশে হতদরিদ্র লোকসংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বরঞ্চ প্রতি বছর হতদরিদ্র লোকসংখ্যা ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপন করে থাকে। তাদের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের বেতন, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো বিভিন্ন ধরনের হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিন্ত া ভাবনায় ভিন্ন ধারা হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে

ইউনেস্কোর এক সমীক্ষা রিপোর্টে সম্প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে– ১৬৪ দেশের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭ নম্বরে। বাংলাদেশ পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে। বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির হার ভাল থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির ফল হতাশাজনক। শিক্ষার্থীরা ৬ বছর বয়সে ভর্তি হলেও মাঝপথেই ঝরে পড়ছে। তার প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য, ভাঙা স্কুলঘর, চেয়ারটেবিল, পাঠ্যবইয়ের অভাব, অনুপযুক্ত শিক্ষক। ইউনেস্কোর হিসাব অনুযায়ী এ বছর বাংলাদেশের অবস্থান ১০৭। তাহলে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সব শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের দুই নম্বর অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

করণীয় সুপারিশ

মানসম্মত শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি প্রথম শর্ত হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষক। সব শিশুর জন্য একই পদ্ধতির গণমুখী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। নিবন্ধনকৃত, অনিবন্ধনকৃত, কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্ট্রিকৃত এবতেদায়ি মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষাকতা করা যোগ্যতার মানদণ্ড যাচাই করার জন্য সরকারিভাবে পুনরায় শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় সেসব শিক্ষক উত্তীর্ণ হবেন; তাদের যোগ্যতা বিবেচনা করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা। যোগ্যতা যাচাই পরীক্ষায় প্রত্যেকটি শিক্ষকের একাধিকবার সুযোগ প্রদান। যেসব শিক্ষক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবেন তাদের নিয়োগ বা-সরকারি সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা। প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের

10	Budget and Source of Funds	BPC Revenue Budget
11	Tender Package Name	International Tender for supply of Lubricating Base Oil.
12	Tender Last Selling Date	29 May, 2008
13	Tender Last Selling Date	29 June, 2008
14	Tender Closing Date and Time	Date : 30 June, 2008 Time : 12.00 Hours (BST)
15	Tender Opening Date and Time	Date : 30 June, 2008 Time : 12.00 Hours (BST)
16	Offer Validity Time	Date : 21 July, 2008 Time : 18.00 Hours (BST)
Name and Address of the Office (s)		
17	Selling Tender Documents	Bangladesh Petroleum Corporation